‘কোরবানী করো আজ – নাসরীন জামান

কোরবানী করো কোরবানী করো
হিংসায় ভরা মন
কোরবানী করো এবার তোমার
পাপময় আয়োজন।

কোরবানী করো অসৎ যত না চিন্তা চেতনা আজ
কোরবানী করো পুঁজিবাদী হয়ে পরকে ঠকানো কাজ।

কোরবানী করো দানবীয় রূপি হিংস্রতা আর ক্ষোভ
কোরবানী করো জ্বালাও-পোড়াও ক্ষমতা দখলি লোভ।

কোরবানী করো মানবতাহীন জোর দখলটা আর
কোরবানী করো জুলুম শোষণ
সুদ ঘুষ অনাচার।

বিধির বিধানে কোরবানী শুধু
অবলা পশুটা নয়
কোরবানী করো মনের পশুটা
বিধাতাকে করে ভয়।

দোয়েল পাখি ও খোকন সোনা –

সাঈদুর রহমান লিটন

দোয়েল পাখি ডিম পেরেছে
ছোট্ট গাছের ডালে,
খোকন সোনা দেখে দৈনিক
সকাল সন্ধ্যা কালে।

ডিমের থেকে ছানা হবে
পুষবে খোকন সোনা,
তাই তো খোকন সাফ করেছে
থাকার ঘরের কোণা।

খোকন থাকবে ছানা থাকবে
রইবে মিলে মিশে,
দুই মনেতে ভাব জমিলে
ভয় ডর আর কিসে?

মা ছাড়া সন্তানের ঈদ – মাহবুব হাসান

ঈদ এলে মা আগের মতো
আমি কিন্তু হাসি না,
নতুন জামা বুকে নিয়ে
সুখনদীতে ভাসি না।

সেমাই মুখে থাকলে লেগে আঁচলে কেউ মোছে না
কোন খাবারটা প্রিয় মাগো তোমার মত বোঝে না।

ঈদের রাতে খুশির জোয়ার আগের মতো ওঠে না,

তোমার পায়ে সালাম করা
ভাগ্যে যে আর জোটে না।

ঈদ এলে মা আগের মতো
চাঁদ দেখিতে দৌড়াই না,
তুমিহীনা সুখআকাশে
ইচ্ছেগুলো উড়াই না।

কালো শাড়ি – রিপলু চৌধুরী

কি অদ্ভুত প্রেম আমার
তোমাকে প্রথম দেখতে পাই
সাতসকালে সাত রঙের মধ্যে
তোমাকে দিয়েছি হৃদয়ে ঠাঁই।

আজ তুমি কালো শাড়ি পড়ে
আমাকে নিয়েছ লুটিয়ে
কোপায় পরেছ শিউলি ফুল সুগন্ধি দিয়েছ ছিটিয়ে।

শিউলি ফুলের সুগন্ধি ছড়িয়েছে আমার আকুল পরাণে
তোমাকে দেখতে পাই হৃদয়ে চেয়ে থাকি তোমার পানে।

কপালের মধ্যে কালো টিপ
যেন চাঁদের ছায়া
ঠোঁটে তোমার মিষ্টি হাসি দেখলে লাগে মায়া।

গলায় পড়া কালো হাড়
মধ্যে হলুদের ছোঁয়া
সেজে আছ তুমি অন্নপূর্ণা অঙ্গে জড়িয়েছ মেঘের ছায়া।

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□ □□□ – □. □□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□ □□ □□□□ □□□
□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

□□□ – □□□□□ □□□□□□□

□□□□ □□□ □□□□□ □□□□
□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□□ □□□ □□□ □□□

মনের এই আনন্দে।

বইয়ের পাড়া কবিতার রাজা কবিতা ভরা রহস্য
কবিতার মধ্যে খুঁজে পাই ইতিহাসের ভাষ্য।

বইয়ের পাতায় জীবন গড়া গল্প বইয়ের ধারা
গল্পের মধ্যে লেখা আছে সর্ব শ্রেষ্ঠ তারা।

বই হলো অমর সঙ্গী
উপন্যাসে চিত্ররূপ মাখা বইয়ের মধ্যে আলপনা করা
শিল্পের ছবি আখা।

বইয়ের পাড়ায় যায়নি যে
জীবন তার অন্ধকার
বই না পড়িলে ঘোর বিপাকে
অচল মেরুদণ্ড তার ।

অলস বউ -মোঃ আতিকুর রহমান

মজিদ মিয়া কর্মা ভীষণ
বউটা ছিলো অলস,
পুকুর হতে আনতে পানি
পারতো না এক কলস।

মজিদ মিয়া কর্ম শেষে
আনতো গিয়ে পানি,
অলস বউটা থাকতো শুয়ে যেন সে এক রানী।

মজিদ মিয়া বলতো তারে ঘুমটা একটু কমাও
এই শরীরে অসুখ এলে
করবে না সে ক্ষমাও।

মজিদ মিয়ার কোনো কথাই করতো না সে কেয়ার,
অলস বউয়ের সাথে হলো
নানান রোগের পেয়ার।

এখন সে আর শুয়ে-বসেও
পাচ্ছে না তো সে সুখ,
নিজের দোষেই নিজের দেহে
আনলো মহা অসুখ।

বৃষ্টি পড়ে -আহমাদ কাউসার

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপর
বনবাদাড়ে গাছের উপর।
বৃষ্টি পড়ে হিজল ঝরে
শাখা থেকে কদম পড়ে।
বৃষ্টি পড়ে ব্যাঙে ডাকে
পুুঁটি উজায় নদের বাকে। বৃষ্টি পড়ে পুুুরো গায়ে উদাস মাঝির ছোট নায়ে। বৃষ্টি পড়ে পথে-ঘাটে চাষা ভায়ের শুকনো পাটে। বৃষ্টি ঝরে সকাল দুপুর ঝুন ঝুনা ঝুন বাজে নুপুর।

আঁতুড় ঘর -পারভীন আকতার

কার ছালা ঘরে কে ক্ষেত বিছায়!
কে খেয়ে যায় শুকনো ঘাস,খড়!
ভোগের বিছানা পাতে পাগলীর নিরস দেহে!
বুভুক্ষু শ্রমিক অজান্তেই আওড়িয়ে দেয়!
তাবৎ শক্তি দেহের ভূধরে।ক্লান্তক্লিষ্ট পাগলী!
আকিজ বিড়ি ফুঁকে দিনরাতের শ্রমিক।
নেশায় মাতাল হওয়া ভোগের প্রসাদ মন ভরেছে জোয়ারের উচাটনে।অদ্ভুত খিদে!

রসূন কোয়ার মত এক যেন কামাতুরা মহল।
উঁচুনিচু ভেদ নেই চাকরানীও শয্যাসঙ্গী অব্যর্থ।
ইচ্ছে মতো নিষ্পেষন করেই সুখ দিব্যলোকে।
চুপচাপ সইয়ে যাওয়া;ওহ্ শব্দটিও নেই!
শাওয়ার ছেড়েই ধুয়ে মুছে পাপতাপের ছোঁয়া, গোলাপ জলে ভিজে শরীর!মন বিক্ষুব্ধ সত্যে! পবিত্রতায় নাজেহাল কাল বসন্ত যুগ যুগান্তরে।

পাগলীর অন্তঃযোজনায় নতুন উৎস!
চাকরানী কোন রকম এবার বেঁচে ফেরে!
কৃমির তলদেশে নির্বাক শিকার পঁচেই গেছে।
পাগলী হাসে কাঁদে কখনো খেয়ে না খেয়ে!
এক মুহূর্তের বিজলীর দাম সেই বয়ছে নয় মাস।
কী করবে পাগলী?কোথায় যাবে পরনে সুতো হীন কঙ্কাল বেয়ে ফুটে উঠেছে কুমড়োর গাল।
মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকায় সে!
কার সাথে যেন তর্কে মাতে!কী বলে পাগলী?

অবশেষে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকে আর্তনাদে!
চিৎকারের গন্ডি পেরোয় সাত ক্রোশের সমধিক।
ফুটফুটে কিশলয় উন্মুক্ত বিলাপের চাদরে! ভোর হয় পাগলীর আঁতুড় চিলেকোটার কোণে।

[redacted] – [redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]